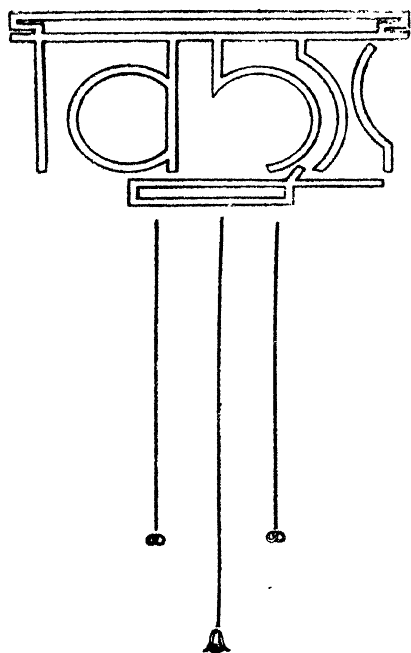


শ্রীআশালতা সেন

প্রকাশক—
শ্রীসুকৃতরঞ্জন গুপ্ত
অবিনাশ গুপ্ত এণ্ড সন্স
৩নং আসক লেন, ঢাকা।

১ম সংস্করণ
১৩৪১ সন
দাম পাঁচসিকা

মুদ্রাকর—
শ্রীনন্দকুমার ভদ্র,
শান্তি প্রেস, ঢাকা।

ভাই দেবব্রত, সুধাংশু, জ্ঞানেন্দ্র,

তোমাদের ও নির্ম্মাল্যের স্মৃতিতে

—তোমাদের দিদি।

ভ্রাতৃ-হারা

নিখিল বিশ্বে ভূলোকে দ্যুলোকে খুঁজিয়া হইনু সারা,
জানিনাক হায়,—আজি যে কোথায় তোমারে হয়েছি হারা।
প্রাণের বাঁধন খসে যায় কোন্ মৃত্যুর পর-পারে ,
আঁখির দৃষ্টি ম্লান হ'য়ে আসে ব্যাকুল অশ্রু ধারে ;—
আজি যে আবার ভাই,
এই ইহলোকে প্রাণের আলোকে তোমারে ফিরিয়া চাই !

হেরি দূরে কোন্ অকূল সাগর আকুল সলিল ঢালা,
নিবিড় বনানী কালো ছায়াময়, সুদূর শৈলমালা।
মনে হয় যেন তা'রি কোনোখানে লভিব তোমার দেখা,
অজানিত পথে খুঁজে খুঁজে মরি তোমার চরণ-রেখা।
ভাবিয়া নাহিক পাই,
আজি তব মন করে বিচরণ কোন সে সুদূরে ভাই !

অরুণ-কিরণে প্রকাশে বিশ্ব, তুমিই অপ্রকাশ,—
এমন ঊষার আলোকে লুকা'য়ে কোথায় করিছ বাস !
জীবনের মাঝে কর্ম্মের পথে, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকি,
দূর দূরান্তরে শুনি' সে আহ্বান ফিরিয়া আসিবে নাকি ?
আজি যে আবার ভাই,
এই ইহলোকে প্রাণের আলোকে তোমারে ফিরিয়া চাই !*

---

* ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৫৮ সূক্তের ভাবাবলম্বনে।

মাল্যদান

যশ-কল্লোল মুখরিত পথ বাহি'
বিজয়-গৌরবে ফিরে যা'রা এল ঘরে,
সারা প্রাণ দিয়ে গাঁথা এই মালাগাছি,
আজিকে আমি যে রাখিনি তা'দের তরে।

বহু ব্যথা আর দুঃখের অশ্রু ঢালি'
অনেক যতনে,—অনেক গর্ব্ব নিয়া,
তা'দেরি লাগিয়া গেঁথেছি এ মালা, যা'রা
বরিল মৃত্যু বুকের রক্ত দিয়া।

সাধনায় যা'রা সিদ্ধি করেছে লাভ,
কৃত করমের লভেছে পুরস্কার,
আনত বিশ্ব তা'দের চরণ তলে,
পূজার অর্ঘ্য যোগাইছে অনিবার।

আমার এ ছোট মালাগাছি আজি তাই,
ব্যর্থ সাধকের গলায় পরাতে চাই।

বিদ্যুৎ

আজি মম
মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকারে,
বিদ্যুৎ ঝলকে বারে বারে :
দেখায় সে পথের নিশানা,
যে পথ নাহিক মোর জানা,
তবু সে অজানা পথে ধায় মোর ব্যগ্র আঁখি দুটি,
বলে মন —"বজ্র হানি' সকল বাঁধন দাও টুটি',
হে বিদ্যুৎ—চঞ্চল বিদ্যুৎ,
আমারে অধীর কর, জ্বালাময় দীপ্ত বহ্নি-দূত !"

প্রণতি

মানব-আত্মা, মানব-আত্মা,
দীপ্ত-প্রকাশ বিশ্বাত্মার !
তোমারেই করি বন্দনা আজি,
তোমারেই মম নমস্কার ।
সুদূর অতীত,—অনাগত আর,
ভরি' আছে তব বিজয়-গানে,
বিস্ময়ে এই নিখিল বিশ্ব
নির্ব্বাক চাহি' তোমার পানে
বসুধার বুকে সঞ্চিত সুধা
যুগ যুগ ধরি' তোমার তরে,
আকণ্ঠ তাই কর তুমি পান
তোমার জীবন-পাত্র ভ'রে ।
বহু রূপে আর বহু ভাবে একি
হেরি অপরূপ প্রকাশ তব,
অন্তরে তুমি চির-পুরাতন,
বাহিরে তুমি যে নিত্য-নব ।

বিচিত্র তব শক্তি বিকাশে
লভে নব রূপ সৃষ্টি-ধারা,
ভাবে নিসর্গ,—"নিয়মে আমার
একি অ-নিয়ম সৃষ্টি-ছাড়া।"
দৈবের সাথে সংগ্রাম তব,
জয়-পরাজয় কে জানে কা'র,
অনাদি অশেষ মহাকাল শুধু
চির-জাগ্রত দ্রষ্টা তা'র।

মানব-আত্মা, মানব-আত্মা,
দীপ্ত প্রকাশ বিশ্বাত্মার!
প্রণমি তোমায়, প্রণমি তোমায়,
প্রণমি তোমায় বারংবার।
প্রণমি তোমায় শত বেদনায়
প্রণমি তোমায় পুলকভরে
প্রণমি তোমায় আশা-নিরাশায়
স্পন্দিত বুকে যুক্ত করে।

ভাঙন-গড়ন, – জয় পরাজয়ে
প্রণমি তোমারে চির অ-নত,
সুখে আর দুঃখে দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমারেই মম প্রণতি শত।
শত ইতি-কথা ঘাঁটি' অবিরত
কে কবে পেয়েছে তোমার ইতি,
'আদি সে মানবে কে দেখেছে কবে',
ওঠে দিকে দিকে প্রশ্ন নিতি।
অনাদি উৎস বাহিয়া তুমি যে
অসীমের স্রোতে চলেছ ভাসি',
দুর্জ্জয় বলে লঙ্ঘি' সতত
বিপুল বিপদ বিঘ্নরাশি।
বাণীর মূর্ত্ত বিকাশ তোমাতে
হাজারো যুগের জড়ানো কথা,
বিপুল বিশ্বে তোমারে ঘিরিয়া,
লভেছে সৃষ্টি সার্থকতা।
দৈবের সাথে সংগ্রামে তব
রোধিবে শক্তি সাধ্য কা'র,
অনাদি অশেষ মহাকাল শুধু
জাগিছে দ্রষ্টা নির্ব্বিকার!

আজি আমি নিঃসংশয়

আজি আমি নিঃসংশয়,—
পঙ্ক ভেদি' ওঠে যেই পঙ্কজ-কোরক
ঊর্দ্ধ-পানে,— তা'রি মত নিঃসংশয় আমি !
আমারে বোঝানো বৃথা, শুধু ক্লেদ-গ্লানি
পঙ্ক-শয্যাতলে ঘন নিবিড় আঁধার,
তাই মোর জীবনের একান্ত সম্বল।
আলোর বারতা মোর পশিয়াছে প্রাণে,
যেন সে ঘুমের ঘোরে মধুর স্বপন,—
সে স্বপ্ন সত্যের দূত, বুঝিয়াছি আমি।
দ্বিধাহীন লক্ষ্য-পথে চলিয়াছি তাই
পূর্ণতা লভিয়া যথা শুভ্র সূর্য্যালোকে
এ মোর জীবন-পদ্ম উঠিবে বিকশি',
পরম গৌরবে মুক্ত নীলাকাশ তলে॥

সুর—‘অনাহত’

বাইরে জগৎ ভরা কি যে
বেসুরো এক কোলাহলে,
একি, মধুর সুরে বাজে বীণা
তা’রি গোপন প্রাণের তলে
যত বিরোধ, দ্বন্দ্ব যত
সেইখানে সব পরাহত,
ঝঙ্কারে তা’ অবিরত
আকাশ বাতাস জলে স্থলে।

সে সুরে যে সুর মিশায়ে
গর্জ্জে গভীর সিন্ধু-নীর,
গাহে, অধীর বায়ু উদাস প্রাণে
বক্ষঃ জুড়ি’ এ ধরণীর।
তা’রি সাড়া পেয়ে পাখী,
উষার আলোয় ওঠে ডাকি’,
মেঘে মেঘে গুমরিয়া
করে সে সুর মন অধীর।

বিদ্যুৎ

বারেক তরে সে সুর যাহার
বেজে ওঠে প্রাণের তারে,
সেযে, সুখের তরে হয় না আকুল,
হয় না নত দুঃখের ভারে।
আত্মহারা চিত্তে তাহার
জীবন মরণ হয় একাকার,
চিরতরে হয় সে মগন
অমৃতেরি পারাবারে।

মায়া

এ মোর প্রাণের অর্ঘ্য আজি যে
এনেছি তোমার তরে,
এস মায়াবিনি মায়া,
বিশ্ব-ভুবন ভরিয়া নেহারি
সুন্দর তব কায়া !
এস মৃদু পদসঞ্চারে তুমি
এস মম অন্তরে,
লহ এ আমার প্রাণের অর্ঘ্য
এনেছি তোমার তরে

অনাদি কালের অনাদি কামনা
জগৎ-সৃষ্টিমূলে,
অসীম বেদনা স্পন্দনে তব
চেতনা উঠিল দুলে ।
মৌন নিথর প্রাণ-পারাবার,
জানাতে মর্ম্ম চায় আপনার,
তরঙ্গ তুমি তুলিলে যে তার
হৃদয়ের কূলে কূলে ;

বিদ্যুৎ

অনাদি কালের অনাদি কামনা
জগৎ-সৃষ্টিমূলে।
অনামী অরূপে দিলে নাম রূপ
বাসিতে দিলে যে ভালো,
ওগো মায়াবিনি মায়া,
বিশ্ব-ভুবন, ভরি' যে নেহারি
সুন্দর তব কায়া!
প্রেমের প্রদীপে অন্তর মম
তুমিই করেছ আলো,
অনামী অরূপে আপন করিলে
বাসিতে দিলে যে ভালো।

জনমে মরণে লভিয়া শরণ
তোমারি বক্ষঃ তলে,
চির-পুরাতন নূতন করিয়া
গড়ি' ওঠে পলে পলে।

বিদ্যুৎ

তোমার চপল নৃত্য-ছন্দে,
অযুত বিশ্ব নাচে আনন্দে,
লীলা-চঞ্চল কর-পরশনে
জীবন-প্রবাহ চলে,
পুরাতনে তুমি নূতন করিয়া
গড়ি' দাও পলে পলে।
স্বপ্ন-লোকের কল্পলতিকা,
তোমারে বরণ করি,
অয়ি মায়াবিনি মায়া,
অন্তর বাহির ভরি' যে নেহারি
সুন্দর তব কায়া,
তোমার পরশে এ মম মানস
আবেশে উঠিল ভরি',
স্বপ্ন-লোকের কল্পলতিকা
তোমারে বরণ করি॥

প্রকৃতির প্রতীক্ষা

কত যুগ যুগান্তর ধরি,'
তোমার এ দেহখানি সযতনে সাজাইয়া
বসে' আছ নিসর্গ সুন্দরি,
প্রিয়-সমাগম আশে প্রেয়সীর প্রায়
আমারি,—আমারি প্রতীক্ষায় !
প্রাণের আলোকে মম পাবে তুমি নবীন জীবন,
চিরদিন মনে মনে এ যে তব ছিল আকিঞ্চন।
কত রবি, কত শশী, আলোকিত করেছে তোমায়,
তবুও বলেছ "হায় হায়,
বিফলে, বিফলে দিন যায়।"

সীমাহারা সিন্ধুরূপে দিকে দিকে বাহু প্রসারিয়া,
উন্মত্ত আবেগে মোরে ফিরিয়াছ সন্ধান করিয়া।
শুভ্র ফেন পুষ্পমালা যতনে করেছ আহরণ,
আমারে যে করিতে বরণ।
বিরহ-ব্যথায় নীল তরঙ্গ আকুল জলরাশি,
দিক্ হতে দিগন্তরে কূলে কূলে লুটায়েছে আসি ;

তটের কঠিন বুকে আছাড়িয়া পড়ি বার বার,
তীব্র যাতনায় তুমি কত যে করেছ হাহাকার,
বলেছ অধীর বেদনায়,
"কোথায় সে, কোথায়, কোথায় !"
আপনারে করিয়া সংযত,
কোথাও বসেছ তুমি ধ্যানমগ্না তাপসীর মত।
আকাশে উন্নত করি' শির আপনার
পথ চেয়ে রয়েছ আমার।
সব চঞ্চলতা তব নিঃশেষে করিতে অবসান
বক্ষে তুমি চাপিয়াছ রাশি রাশি কঠিন পাষাণ।
মৌন স্তব্ধ শক্তি-দৃপ্ত অপূর্ব্ব সে মূরতি তোমার
সহস্র ঝঞ্ঝায় সে যে নিঃস্পন্দ, অটল, নির্ব্বিকার,
সাধনায় সিদ্ধি তরে আপনি যে আপনার 'পর,
করিয়াছ একান্ত নির্ভর।
সে তব পার্ব্বতী মূর্ত্তি, দীপ্ত মহিমায়,
কঠোর, গর্ব্বিত, দৃঢ়, মগ্ন তপস্যায়
লভিতে আমায় !

বিদ্যুৎ

নিবিড় বনের মাঝে ফুলে ফুলে নিভৃত গোপন,
শয়নীয় করিয়া রচন,
মোর তরে উৎসুক অন্তরে
সবুজ আঁচলখানি বিছাইয়া বিশাল প্রান্তরে,
দিকে দিকে মৃদু সমীরণ,
করেছ বীজন।
তরুণী বধূর মত সাজি' তুমি উৎসবের বেশে,
দাঁড়ায়েছ এসে,
চকিত নয়নে চাহি' দুরু দুরু কম্পিত হিয়ায়,
রয়েছ শ্রবণ পাতি, দুরন্ত আশায়,
বলেছ, "চরণ ধ্বনি ওই তার বুঝি শোনা যায়!"

কভু তুমি অন্তহীন নীলিমা-রূপিনী
অয়ি মায়াবিনি,
শত বাহুপাশে মোরে যেন তুমি করিতে বেষ্টন
জগৎ করেছ আলিঙ্গন।
নিজ শূন্যতায় কভু পীড়িত ব্যথিত,
দিগন্তে যে হ'য়েছ নমিত।

না লভি' আমায় যেন নিরাশায় অবশ অন্তরে,
ক্লান্ত দেহে লুটাইয়া পড়িয়াছ ধরণীর পরে।
জাগিয়াছ তামসী নিশায়,
সহস্র তারকা-আঁখি মেলি' তুমি হেরিতে আমায়।
কভু কালো মেঘমালা চারিদিক্ ঘিরিয়াছে আসি',
যেন সে হিয়ার তব পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি।
বিদ্যুতের খড়গ-করে ঘোর রবে করি গরজন,
বহাইয়া উন্মত্ত পবন,
আসি' মোর নিভৃত আগারে
আঘাত করেছ বারে বারে।
না হেরি' আমারে যেন উন্মাদিনী হায়,--
প্রলয়ের অভিনয় করিয়াছ মত্ত ঝটিকায়।
আজি হের আসিয়াছে সকল বাঁধন টুটি' তা'র
অয়ি মুগ্ধে, প্রণয়ী তোমার।
চারিপাশে এতদিন ক্ষুদ্র গণ্ডী করিয়া রচন
কত না দেখেছি দুঃস্বপন ;
আজি যে এসেছি আমি তোমার সৌন্দর্য্য-পারাবারে,
ডুবিতে মিশিতে একেবারে।
হের চির-পথিকের বেশে,
পথ প্রান্তে দাঁড়ায়েছি এসে।

দিগন্ত-বিস্তৃত তব অন্তহীন সাম্রাজ্য ভিতর
এস মোরে কর অধীশ্বর।
সব বাধা বন্ধ হীন মুক্ত মম প্রাণের ধারায়,
ধরণীর ধূলি হ'তে আকাশের তারায় তারায়,
বহাইয়া জীবনের প্রবাহ মধুর,
তোমারে শোনাব আমি অফুরন্ত আনন্দের সুর।
তব বাহু-পাশে মোরে চির-বন্দী লইতে করিয়া,
এস আজি প্রিয়া।
তোমার বাঞ্ছিত হের, সেও আজি আকুল হিয়ায়,
তোমারেই চায়॥

ব্যাখ্যাতীত

আমি বাঁধিয়াছি ডোর আকাশে ধরায়,
আমি বাঁধিয়াছি ডোর স্বপ্নে জাগরণে,
আমি বাঁধিয়াছি ডোর সত্য ও মায়ায়,
আমি বাঁধিয়াছি ডোর মৃত্যু ও জীবনে।
বিপুল শূন্যতা মাঝে পূর্ণ মম হিয়া,
নীরবতা হ'তে শুনি ব্যাকুল আহ্বান,
অদেখার তরে প্রাণ ওঠে আকুলিয়া,
বেদনায় আনন্দের লভি যে সন্ধান।
সর্ব্ব-সঙ্গ-মাঝে করি নিঃসঙ্গ ভ্রমণ,
আমার অনন্ত মুক্তি,—অনন্ত বন্ধন!

পূজা কর আপনায়

আপনারে নারী, পূজা কর আজ, পূজা কর আপনায়,
তোমার দেবতা তোমাতে জাগাতে হও রত সাধনায়।
যুগ যুগ তব পূজার অর্ঘ্য বহিয়া যুক্ত করে,
আপনা পাসরি' সাজাইলে ডালি, ধরণীর ঘরে ঘরে।
হৃদয় শোণিত নিঙাড়ি' তব সুধা যে করিলে দান ;
প্রতিদান তা'র,—শত অবিচার, পায়ে পায়ে অপমান।
দেবতারে তব বাহিরে খুঁজিলে আপনা তুচ্ছ করি',
অন্তরে তব জীবন-দেবতা জীবনে রহিল মরি'।
আজ শোন তা'র ব্যাকুল আহ্বান, তোমার মর্ম্ম-তলে,
পূজারিণী বেশে বস আজি তব হৃদয়ের বেদীমূলে।
হও আত্মাশ্রয়ী, অনন্য-শরণ, দীপ্ত নিজ মহিমায়,
আপনারে তুমি পূজা কর আজ, পূজা কর আপনায়।

আপনারে নারী, পূজা কর আজ, পূজা কর আপনায়,—
আপনার মাঝে লও জাগাইয়া, আপনার দেবতায়।
বিরাটের ধ্যানে, মহান্ জীবনে, স্পন্দিত-হ'য়ে ওঠ,
তা'র কাছে সব ছোট হ'য়ে আসে, নিজেরে যে করে ছোট।

ছিলে একদিন অমৃত-পিয়াসী, সত্যের পূজারিণী,
অন্তরে তব উঠেছিল ধ্বনি' আলোক-লোকের বাণী।
সে কথা ভুলেছ, ভূষণ বলিয়া শিকল পরেছ পায়,
দেবতার দান মলিন করিলে,– তাই আজ হেরি হায়,
সেবার মহান্ অধিকার পেয়ে মহিমা হারালে তা'র,
স্নেহ, প্রীতি আর মমতা তোমার কেবল বাঁধন সার।
আপনারে তুমি কতদিন আর এমন করিবে হেলা,
মাণিক বিকায়ে কাচ কুড়াইয়া কাটে জীবনের বেলা।
হও আত্মাশ্রয়ী, অনন্য-শরণ, দীপ্ত নিজ মহিমায়,
আপনারে তুমি পূজা কর আজ, পূজা কর আপনায়।

পৌরুষ

কাহার গর্ব্বিত শির সর্ব্ব ঊর্দ্ধে ওঠে সগৌরবে,
কাহার সবল বাহু অদৃষ্টেরে করে পরাজয়,
বিচূর্ণিত হ'য়ে যায় আছে বিশ্বে যত প্রহরণ,
মহা-বজ্র-সম বক্ষে পড়ি' কার ? কে চলে নির্ভয়
সহস্র বিঘ্নের মাঝে ;—কে সে কহে, "আপনার হাতে
ভাগ্য মোর গড়ি আমি। আমি শুধু মানি যে আমারে।
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য নিয়ে আমি স্রষ্টা, নূতন জগৎ
গড়ি নিজ মনোমত। আমি রুদ্র, ধ্বংস করি তা'রে
যে রোধে আমার পথ।"

চলে যুগ যুগান্তর ধরি',
ধরণীর বক্ষঃ ভেদি' দিকে দিকে কা'র জয়-রথ,
চলিবার পথ তা'র আপনার চক্র-তলে গড়ি',
না রাখি' অপেক্ষা কারো। কোথা আছে দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত,
ঝটিকা-উত্তাল সিন্ধু, রৌদ্রজ্বালা-দগ্ধ মরুভূমি,
নিবিড় অরণ্যে কোথা হিংস্র পশু করে বিচরণ,
কোথায় ভূ-গর্ভ, কোথা মহাকাশ-গ্রহতারা-ভরা,
আপনার শক্তি-বলে সর্ব্বত্র কে করিছে ভ্রমণ ?
পৌরুষ তাহার নাম।

জন-পদে কল-কোলাহলে
সৌধে সৌধে, কুটীরে কুটীরে নিরজনে জয়গান
তাহারি উঠিছে ধ্বনি'।
আসে ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, শোক,
দারিদ্র্য অশুভ শত, পারে না করিতে তা'রে ম্লান
সহস্র শত্রুর ঈর্ষা। "বিশ্বে কারো নাহিক শকতি,"
কহে সে যে দৃপ্তকণ্ঠে, "রুদ্ধ করে মোর অগ্রগতি।"

শ্রী

প্রস্ফুট হৃদয়-পদ্মে রাখি রাঙা কোমল চরণ,
অতি সংগোপন,
বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে
বসি' মৃদু-সুরে
তোমার ঝাঁপিটি হাতে স্মিত-হাস্যে কি গাহিছ গান,
পুলক-আবেশে ভরি' প্রাণ !
ওগো শ্রী, তোমার দুটি উজল নয়নপাত লাগি',
দ্যুলোক ভূলোক রহে জাগি'
ব্যাকুল আগ্রহে কত,—জান তুমি, তাই অনলস
তোমার কল্যাণ-কর-তূলিকায় করিয়া পরশ,
মহাশূন্যে দিলে তুমি চির-দীপ্ত নির্ম্মল নীলিমা,
ধূলি-ম্লান বসুধারে দিলে তুমি স্নিগ্ধ শ্যামলিমা ;
স্বর্গ-মর্ত্ত্য উদ্ভাসিলে হেরি এ কি উজল প্রভায়
অপরূপ রূপ মহিমায়।

তোমার অক্ষয় ঝাঁপি, অফুরান্ বহে প্রসাধন,
বিচিত্র তোমার আলিম্পন,
হিমগিরি শিরে
রৌপ্য-শুভ্র তুষারে তুষারে,
সুনীল জলধি জলে, শস্যে ভরা সবুজ প্রান্তরে,
দীপ্ত সূর্য্যালোকে আর চিরস্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নায়,
তরঙ্গিত মেঘে মেঘে শ্যামলিত তরু-লতিকায়,
শিশির মুকুতা ঝলসিত
দুর্ব্বাদলে, সদ্য বিকশিত
ফুলে ফুলে, রক্ত-রাঙা পথের কাঁকরে,
দাও দীপ্ত বর্ণচ্ছটা ওই তব তুলির আঁখরে !
ওগো শ্রী, ঐশ্বর্য্যময়ী, অয়ি মায়াবিনি,
কেমনে না জানি
যা' কিছু পরুষ, রূঢ়, যাহা কিছু আছে অসুন্দর
লভে চির সার্থকতা, হ'য়ে ওঠে শোভন সুন্দর,
তব কর পরশনে, যাহা জীর্ণ, যা' কিছু মলিন !
হেরি নিশিদিন,
অন্তঃপুর অন্তরালে তোমার নীরব বিচরণ।
ধরণীর গৃহে গৃহে কায়া ধরি' তব আগমন,
প্রশান্ত মধুর হাসি—অপরূপ তুলির লিখন !

তুমি যে বিজয়ী

তুমি কি এসেছ হেথা ভিখারীর মত
অবিরত,
কেবলি দু'হাত পাতি করিতে গ্রহণ,
অপরের কৃপা-দত্ত ধন ?
তোমার সমাজ-ক্রোড়ে তোমার স্বদেশে,
তুমি কি আসনি' বল বিজয়ীর বেশে,
নিয়ে আপনার
অলঙ্ঘ্য প্রবল দাবী, পাইবার পূর্ণ অধিকার,
লভিবার শকতি দুর্ব্বার ?

প্রথম জনম যবে লভেছিলে ধরণীর বুকে
ক্ষুদ্র শিশু, অমনি পলকে
করে তুমি নাওনি কি জয়,
সবার হৃদয় ?
নিল যে তোমার ভার আগ্রহে সকলে,
সে কি শুধু অসহায় কৃপা-পাত্র বলে ?

কভু নহে। নিবে যাহা প্রতিদানে তা'র,
ছিল জানা, শতগুণ দিবে যে আবার,
পারিবে যে দিতে সেই গর্ব্ব-দীপ্ত ক্ষমতার বলে,
গ্রহণ করেছ তুমি জিনেছ সকলে।

আজি যৌবনের এই প্রদীপ্ত বেলায়,
জীবন কি হারাবে হেলায় ?
অন্তর নিহিত তব শকতির দিতে পরিচয়,
আজি হের এসেছে সময়।
তোমার সবল বাহু বল কি যে করিল অর্জ্জন,
এ বিশ্ব ভাণ্ডার হ'তে কি রত্ন করিলে আহরণ ?

—হের ওই আশামুগ্ধ মন
তোমার দুয়ারে প্রার্থী, তোমারি স্বজন
তোমারি যে দেশবাসী। দাতার মতন
যা' তব দিবার আছে এস আজি কর বিতরণ।
তুমি তো আসনি হেথা ভিখারীর মত
তুমি যে এসেছ চির গৌরবে মণ্ডিত
বিজয়ীর বেশে,
তোমার সমাজ-ক্রোড়ে, তোমার স্বদেশে।

এ কা'রা গাহে গান

আজি এ উষালোকে, আনি' এ ধরা-বুকে,
গভীর ঘুমঘোরে নবীন জাগরণ,
আকুল করি' প্রাণ, এ কা'রা গাহে গান,
অজানা সুরে তা'রি চকিত তনু-মন।

সরায়ে ধীরে ধীরে আঁধার-আবরণ,
অরুণ আলো করে ধরণী পরশন
ভোরের পাখী গায়, তন্দ্রা টুটে যায়,
নয়নে লাগে আলো, ভাঙ্গে কি দুঃস্বপন!

আজিকে দিকে দিকে ও কা'রা গান গায়
তন্দ্রাহত প্রাণ বিস্ময় মানে তা'য়।
উন্মাদ বলি কেহ করে বা উপহাস,
অবোধ ভাবি কেহ কৃপা-চোখে চায়!

ধরার ধূলি পরে শয়ান ছিল যা'রা,
আজি কি শির তুলি' ঊর্দ্ধে চাহে তা'রা।
"এস গো ছুটে এস, গাহন কর এস
মুক্তি-পারাবারে"—ডাকিছে ওই কা'রা!

"কে তুমি আপনারে ভাবিছ অতি দীন,
সহিছ শত দুঃখ নীরবে ভাষাহীন,—
জীবন মাঝে তব চেতনা আনো নব,
সকল গ্লানি তব নিমেষে হোক্ লীন।"

"তোমারি মাঝে আছে বিরাট মহাপ্রাণ
পঙ্ক তলে তা'রে রেখোনা করি ম্লান,
দীপ্ত আলো ধারে, ফুটায়ে তোল তা'রে,
বিশ্ব চাহে তব নবীন অবদান।"

আজি এ উষালোকে আনি' এ ধরা-বুকে
গভীর ঘুমঘোরে নবীন জাগরণ
আকুল করি' প্রাণ, এ কা'রা গাহে গান,
অজানা সুরে তা'রি চকিত তনু-মন!

এ কা'রা চলেছে পথ ?

এ কা'রা চলেছে পথ ? প্রভাতের অরুণ-আলোক
মস্তকে পড়েছে আসি' দেবতার আশীর্ব্বাদ সম,
নিম্নে শান্ত বসুন্ধরা, উর্দ্ধে শান্ত প্রদীপ্ত দ্যুলোক
চেয়ে আছে নির্ণিমেষ ;—চেয়ে আছে এ হৃদয় মম
বিস্মিত, নন্দিত, মুগ্ধ !
সৌম্য-মূর্ত্তি মহান্ তাপস
পুণ্য-ভূমি ভারতের, পুরোভাগে বিরাজিত ; তাঁর
সম্মুখে নিবদ্ধ দৃষ্টি ।—সত্য-সন্ধ, নির্ভীক-মানস,
প্রেমের বিগ্রহ মূর্ত্ত,—অগ্রদূত মুক্তি-তপস্যার !
প্রতি পদক্ষেপে তাঁ'র ধরণী উঠিছে শিহরিয়া,
অপূর্ব্ব পুলক-ভরে । গাহি' নব-জীবনের গান
পদ-রেখা ধরি' তাঁ'রি কি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হিয়া
এ নব অজানা পথে দ্বিধাহীন কা'রা আগুয়ান ?

একদিকে সারা বিশ্ব, জগতের শত ইতিহাস,
মানুষের বক্ষ-রক্ত মানুষ করিছে যথা পান,
অন্য দিকে তপোরত মানবের পরম প্রকাশ
মানব-কল্যাণযজ্ঞে আপনারে দিতে বলিদান।
দিকে দিকে আজি কোন্ অশরীরী বাণী গাহে "জয়
ভারতের সত্যাগ্রহী,—জগতের পরম বিস্ময়।"

আবার

আবার এসেছ তুমি ? ভোল নাই, ভোল নাই মোরে,
কোন্ সে অতলে আমি নামিয়া এসেছি মোহঘোরে,
তোমার করুণ আঁখি সেখানেও খুঁজিছে আমায়,
আমার সকল জ্বালা জুড়াতে তোমার স্নেহচ্ছায় ;
এ মোর অন্তর-মাঝে নরকাগ্নি জ্বলে অনিবার,
দুঃসহ সন্তাপ সেই জুড়াতে কি এসেছ আবার ?
দীপ্ত প্রাণ, ক্ষীণ তনু, মোর প্রায়শ্চিত্ত লাগি' হায়,
জীবনের অন্ন-পান ত্যজিলে কঠোর তপস্যায় !

কে মোরে দিতেছ গ্লানি ?— খেদ কিছু নাহি মোর তা'য়,
জানি আমি সব জানি, জানি সে কি উন্মাদের প্রায়
যুগে যুগে আমি তা'রে দিয়াছি যে দুর্ব্বিসহ জ্বালা,
যুগে যুগে আমি তারে পরায়েছি কণ্টকের মালা,
এ পাপ হৃদয় মণি' অনায়াসে সকল ভুলিয়া,
ভরিয়া বিষের পাত্র মুখে তা'র দিয়াছি তুলিয়া।
বিশ্বের বাঞ্ছিতে আমি দিয়াছি যে কত না লাঞ্ছনা,
জানি আমি সব জানি, তবু মোরে কোরোনা গঞ্জনা।
সব গ্লানি নিয়ে মোর চিত্ত তবু আজি আত্ম-হারা,
আমি যে এনেছি টানি' ধরাতলে ভাগীরথী-ধারা,

পতিতের নারায়ণে নামায়ে এনেছি বসুধায়,
সে মোর পাপের গর্ব্বে দাও মোরে দেখিতে তাহায়।

অনন্ত কালের স্রোতে হে আমার চিরন্তন সখা
অন্ধ তমসার বুকে চিরশুভ্র আলোকের রেখা,
সকল কালিমা মম তোমার আলোকে হোক্ লয়,
আমারে বিজয় করি যুগে যুগে হোক্ তব জয়।
আবার এসেছ যদি, এস তবে এস এই খানে,
যেখানে নেমেছি আমি পুঞ্জিত কলুষ-মাঝখানে,
তব পূর্ণ মহিমায় আবার দাঁড়াও সেথা আসি'।
কণ্ঠ মোর স্তব্ধ হয়ে যায় একি অশ্রুজলে ভাসি'
"ধন্য মোর পাপ ধন্য"—কহে মম বিহ্বল হৃদয়,
"লভিলাম অপরূপ তোমার প্রেমের পরিচয়।"

যবে তব অশ্রু-ধারা মিশে মোর অশ্রু-ধারা সনে
ধূলি-ম্লান ধরা করে পরাজয় নন্দন কাননে।

দূরের ডাক

যেমন করে' আকুল করে—
গভীর রাতে বাঁশীর সুর
তেমনি আকুল করে' মোরে
ডাক দিল আজ কোন্ সুদূর।

সকল বাঁধন টুট্‌ল আমার
রইল না আর কোনো আশা,
জীবনে মোর এল আজি
একি ভাঙ্গন সর্ব্ব-নাশা।

দিক্-হারা এ নিঝুম রাতে
আকাশ-ঘেরা নিকষ কালো,
আজ এ আমার একলা পথে
নাইকো সাথী নাইকো আলো

তবু আমায় পাগল করে
আকুল-করা বাঁশীর সুর
তবু মোরে যেতেই হবে,
যেতেই হবে অনেক দূর।

ভাঙার মুখে

আজকে আমার তরীখানি,
দিলাম খুলে আকুল বানে
উতল ঢেউয়ে ভাসল সে যে
কোন্ সে পাগল স্রোতের টানে
প্রাণ দিয়ে যা' গড়েছি সব
এল এবার ভাঙার পালা,
আমিই শুধু জানি কেবল
আমার বুকে কত জ্বালা !
এপারের সব চুকিয়ে দিলাম
ওপারের যে নাইকো দিশা,
সকল আলো ঢেকে এলো
নিবিড় কালো অমানিশা।
দিকে দিকে কে গায় আজি
প্রলয়-গীতি রুদ্র তানে,
আজকে আমার তরীখানি,
দিলাম খুলে আকুল বানে।

আজ আমি একা

আজি মুক্ত আকাশের আলো,
আমার নয়ন হ'তে কোথা হায়, কোথায় লুকা'ল,
কোথায় লুকা'ল
বিপুল বিশ্বের শোভা নিমেষে এমন ;
দিকে দিকে যে আমার মন,
স্বপন-পসরা লয়ে পুলকে করিত বিচরণ
সর্ব্ব-হারা হেন তা'রে কে আজি করিল !

আজি যে হৃদয় মম হায়,
ভাষাহীন তীব্র যাতনায়,
ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গমসম
ধরণীর ধূলায় লুটায়।
গীতি-হারা রুদ্ধ কণ্ঠে জ্যোতিঃহারা আঁখি-তারকায়
মরণের আঁধার ঘনায় !

আজ আমি একা
বড় একা, বড় আমি একা,
হে মোর নিঃসঙ্গ বন্ধু, আজও তুমি দিবে না কি দেখা
আমার গোপন মর্ম্ম-তলে,
আমার এ ব্যথাহত শত-ক্ষত হৃদয়ের
অশ্রু-সিক্ত রক্ত শতদলে !

বন্দিনী মম সঙ্গিনীদল

নেমেছে সন্ধ্যা, লৌহ-কপাট বন্ধ হয়েছে এবে,
বন্দিনী মম সঙ্গিনীদল, শুনি মহাকলরবে,
কোলাহলময় করিয়া তুলেছে রুদ্ধ পাষাণ কারা,
পাষাণ শিলার বেষ্টনে যেন রুদ্ধ নির্ঝর-ধারা !
চটুল লাস্যে, উচ্চ হাস্যে, কৌতুকে আলাপনে,
চঞ্চল পদ বিক্ষেপ-তালে, সঙ্গীতে, গুঞ্জরণে
গোপন দীর্ঘ নিঃশ্বাসে কোথা' নামাতে বুকের ভার
শত-ধারা তা'র শত ভাবে যেন বহি' যায় অনিবার।
যেন প্রাণপণে প্রাণহীন এই পাষাণ-কক্ষ হায়,
তা'দের প্রাণের সজীবতা দিয়ে সজীব করিতে চায় !
আমি বসে' দেখি তাই,
জড়তার মাঝে বিপুল প্রাণের বিপুল পরশ পাই।

আঁধারের বুকে আঁধার ঘনায় গভীর নিশীথে এবে,
বন্দিনী মম সঙ্গিনীদল, নিদ্রাঅলস সবে।
কঠিন শয়নে মলিন বসনে হেরি যত দলে দলে,
ঘরের লক্ষ্মী ভূতলে লুটায়, এ কারা-কক্ষতলে।
কতনা যতনে গড়েছিল তা'রা আপন কুটীরখানি,
আপনার হাতে ভাসাইল স্রোতে কেমনে নাহিক জানি !

সকলি যে হায়, ভেঙ্গে চুরে যায় বারেক দেখেনি চেয়ে,
এসেছে প্রবীণা, এসেছে নবীনা, এসেছে বালিকা মেয়ে।
সলাজ হাস্য, চকিত চাহনি, অন্তর ভরা মধু
দয়িতের পথ-সহচরী হয়ে এসেছে তরুণী বধূ।
পল্লীর মেয়ে 'বাউ' 'পৈছি'র ছাড়িয়াছে আব্‌দার,
সেবা-সুনিপুণ হাতখানি আজি বহে শৃঙ্খল-ভার।
দুর্ব্বার হেন কোন্ সে শকতি না জানি লভেছে তারা,
বক্ষের শিশু ফেলিয়া আসিতে চক্ষে বহেনি ধারা।
আমি বসে' দেখি চেয়ে,
দুঃখ-ভরা বুক আনন্দে ভাসে, গৌরবে যায় ছেয়ে।

স্তব্ধ গগন, স্তব্ধ পবন, স্তব্ধ ধরণী এবে,
ঘুমায় স্তব্ধ বন্দিনী মম সঙ্গিনীদল সবে।
তাহাদের পানে চেয়ে আজি জাগে স্তব্ধ হৃদয়ে মম
দূর অতীতের কোন্ সে কাহিনী নিশীথ-স্বপন সম।
জীবনের মায়া পলকে টুটিয়া অগ্নি-শিখায় যা'রা
ঝাঁপায়ে পড়িত, আজিকে আবার ফিরে কি এসেছে তারা!
লাঞ্ছিতা দীনা মাতৃ-ভূমির সকরুণ কি আহ্বান,
পলকে টুটাল সকল বাঁধন আকুল করিল প্রাণ।
প্রাণ দিয়ে গড়া যাহা কিছু ছিল সব ছাড়ি' দলে দলে
শত দুঃখ তা'রা হাসিমুখে সহে এ কারা-কক্ষতলে।
আমি বসে দেখি, আর
নীরব আঁধারে নীরবে জানাই নীরব নমস্কার।

কারাবাতায়ন-পথে

এখানেও ফোটে তারা ওঠে চাঁদ আকাশের গায়,
জ্যোৎস্না লুটায় মোর ভূমিতলে বিছানো শয্যায়
কারাবাতায়ন-পথে। গভীর বিস্ময়ে দিশাহারা
মোর পানে চেয়ে থাকে, আমারে ভোলেনি হায় তা'রা
"হে বন্ধু,—হেথায় তুমি!" চুপে চুপে ব্যথা ভরা সুরে
আমারে সুধায় তা'রা—"বহু দূর দূরান্তর ঘুরে
অবশেষে এইখানে লভিনু কি তোমার সন্ধান!
এত ক্লান্ত, এত দীন, এত হায় অবসন্ন প্রাণ—
এমন আনন্দ-হারা!

কোথা তব উৎসুক নয়ন,
কোথা সে স্বাগত বাণী, কোথা তব সে চঞ্চল মন—
ভূলোক দ্যুলোক ভরি' কল্পনার লঘু পক্ষ-ভরে
যে মন ঘুরিত তব, মগ্ন হ'ত আনন্দ-সাগরে!
সে বিশ্ব-প্রকৃতি হের তেমনি রয়েছে প্রতীক্ষায়
আপনার দেহখানি সাজাইয়া বিচিত্র শোভায়
চাহিয়া তোমার পথ। ঊর্দ্ধে মুক্ত দীপ্ত নীলাকাশ
উজ্জ্বল তারকাভরা। সমীরণ ফেলিছে নিঃশ্বাস
ঘুমন্ত ফুলের বনে। নদীতটে বালু-সিকতায়

জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি বুকে ল'য়ে পুলকে লুটায়
আকুল তরঙ্গগুলি। তীরে ঘন বনরাজি-মাঝে
নিভৃত কুটীরগুলি চিত্রসম তেমনি বিরাজে
বক্ষে নিয়ে সুষুপ্ত সন্তান। বিস্তৃত প্রান্তরসীমা
আকাশে হয়েছে হারা। নীলিমায় মিশায়ে নীলিমা,
অতি দূর শৈলরাজি সৃজন করেছে স্বপ্নলোক,
ঊর্দ্ধে তার মেঘমালা বক্ষে ধরি' সুশুভ্র আলোক
চন্দ্রমার, তন্দ্রামগ্ন। এ সময় তুমি কেন হেথা
অন্তর-মাঝারে নিয়ে যেন কি সে সুগভীর ব্যাথা
একান্তে রয়েছ পড়ি'! দীন সাজ তোমারে কি সাজে
নিসর্গের চিরবন্ধু!—এই মুক্ত প্রকৃতির মাঝে
এস ছুটি' এস আজ—এস তুমি এস বাহিরিয়া
আপন অন্তরখানি দিকে দিকে দাও প্রসারিয়া।"
রুদ্ধ কারাকক্ষ-তলে স্তব্ধ হ'য়ে শুনি সে আহ্বান
নিশীথ শয্যায় মোর। ভেবে মরি দিশাহারা প্রাণ
কি দিব উত্তর আমি?—কি দিব উত্তর বল হায়—
হে জ্যোতির্লোকের বন্ধু, ওগো মোর কোন সে ভাষায়
বুঝাইব এ গহন অন্ধকার দেশের বারতা।
কেমনে তোমরা বল বুঝিবে সে বেদনার কথা
যে ব্যথা গুমরি' শুধু মরে এই ধরণীর বুকে;

স্বপ্নময় জ্যোতির্লোকে আপনার পরিপূর্ণ সুখে
তোমরা মগন যবে—তেমনি সময়ে অনিবার
কোন্ সে বিপুল জ্বালা জ্বলে হায় বক্ষে বসুধার!
সুদূর নীলিমা হ'তে হের শুধু স্নিগ্ধ শ্যামলিমা
ধরণীর,— হেরনাক অন্তরের কলুষ-কালিমা,
জান না যে বিশ্ব জুড়ি' মানবাত্মা করে আর্ত্তনাদ।
সীমাহীন লোলুপতা প্রবলেরে করেছে উন্মাদ
দুর্ব্বলের বক্ষ রক্তে ললাটে পরিয়া জয়-টিকা,—
গৌরব সে করে তা'রি। জ্বলে নীল নরকাগ্নি শিখা
দিকে দিকে—লালসার।

কেমনে বোঝাব বল হায়,
মূর্চ্ছিত কল্পনা মোর আজি কি গভীর বেদনায়!—
কঠোর হৃদয়হীন বাস্তবের নির্ম্মম পরশে।
নাহি জানি হিয়া মোর ভ'রে কি উঠিবে সুধারসে
কোনো সে সুদূর কালে। গ্লানিমুক্ত ধরণীর 'পরে
করিব কি বিচরণ কভু আর বিমুগ্ধ অন্তরে
নাহি জানি—আছি তবু সে নব যুগেরি প্রতীক্ষায়
যে দিন মানব আত্মা আপনার পূর্ণ মহিমায়
উঠিবে বিকশি'—বন্ধু—যেই দিন এ আমার প্রাণ
মুক্ত বিহঙ্গের মত গাবে এক সঙ্গীত মহান্।

কারায় বারোমাস

ওই বুঝি শোনা যায় বেলা-অবসানে আজ
ভীমা কাল্ বৈশাখীর ঝড়ের গর্জ্জন,
ওইকি হ'য়েছে সুরু দিকে দিকে আজি তা'র
প্রেত সম অশরীরি তাণ্ডব নর্ত্তন।
রুদ্ধ এই কারাদ্বারে কর হানি' বারে বারে
উন্মাদিনী আজি মোরে কি কহিতে চায়,
আমার বুকের মাঝে যে ঝড় উঠেছে আজি
সে ঝড় উন্মত্ত আরো তা'র তুলনায়!

করি এ পাষাণ-কারা রুদ্র রৌদ্র-জ্বালাময়
তীব্র তাপে জ্বলে জ্যৈষ্ঠ-মধ্যাহ্ন-তপন,
বিশুষ্ক রসনা কা'র দেখি যেন বার বার
লক্ লক্ লেলিহান্ ভীষণ দর্শন।
অন্তরে বাহিরে পাপ, অন্তরে বাহিরে তাপ
মানুষের গড়া এই দ্বিতীয় নিরয়ে,
অশ্রুবিন্দু সেও আর সলিল নাহিক মোর
অগ্নিবিন্দু হ'য়ে সে যে জ্বলিছে হৃদয়ে!

বিদ্যুৎ

আষাঢ়ের কালো মেঘ আকাশ ঘিরিয়া আসে
বাতাসে শীতল কর বুলাইয়া যায়,
পিপাসু চাতক হিয়া, বারিদানে জুড়াইয়া
আমারি পিপাসা সে কি দ্বিগুণ বাড়ায়!
সর্ব্ব রস-রিক্তা এই বসুধার শুষ্ক বুক
সরস করিল যা'র ধারা করুণার
তাহারো শকতি নাই জুড়াতে তাপিত এই
ধরাতলে সর্ব্ব-রিক্ত অন্তর আমার।

সকল বাঁধন হারা ঝরে শ্রাবণের ধারা
যেন কা'র অশ্রুধারা ভাসায় ভুবন,
বন্যার প্রবল স্রোতে সব চাহে ভাসাইতে
ভীম বজ্রপাতে চাহে নাশিতে বন্ধন।
কারা-বক্ষে স্পর্শে তা'রি বাড়ে ভার শৃঙ্খলেরি
বাড়ে বুকে বোঝা বদ্ধ প্রাচীর সীমায়;
পথ-হারা পথিকেরে বিদ্যুৎ দেখায় পথ
আমার সকল পথ রুদ্ধ এ ধরায়।

আকাশ হ'য়েছে নীল বরষার অবসানে
ভাদ্রের কনক রৌদ্রে ভাসিছে ধরণী,
বিচ্ছেদ-কাতর হিয়া আশায় ভরিয়া দিয়া
বাতাস দিগন্ত ভরি' গাহে 'আগমনী'।

একদিন এই আলো, আমিও বেসেছি ভালো
তাই কি আমার পানে চাহে সে অমন ?
করুণাকাতর আঁখি মোর আঁখি 'পরে রাখি
মরুতে করিতে চায় মরীচি সৃজন।

আশ্বিনে শারদা আসে অসুরনাশিনী বেশে
মিলন-উৎসবে করে দুঃখ-অবসান,
হেথা যূপকাষ্ঠ মাঝে চলে সেই চিরন্তন
মানুষের মনুষ্যত্ব নিত্য-বলিদান।
আসে বিজয়ার নিশি শুভ-কামনার পাশে
করিতে সবার সনে সবার বন্ধন,
লোহার শৃঙ্খল পাশ, করে মোরে উপহাস
রক্ত-মাংস ভেদি' করে ভীম-আলিঙ্গন।

আজিকে প্রভাতে একি চমকি উঠিনু দেখি
প্রথম শিশির কণা ঘাসের পাতায়
আঁধারে ঢাকিয়া মুখ মাটিতে রাখিয়া বুক
কে গো সে ফেলেছে অশ্রু গোপন ব্যথায়
তা'রি হিম পরশনে মলিন দিনের আলো,
দীর্ঘ হ'য়ে আসে ছায়া রাতি দীর্ঘ আর,
আমি নাহি পাই দিশা কার্ত্তিকের অমানিশা
অবশেষে আনে কোন্ ঘোর অন্ধকার।

অগ্রাণে যে হয় ধরা সোনার ফসল ভরা
প্রথম নবান্নে সুরু শীতের 'পার্ব্বণ'
কোন্ কা.ল দেখেছি সে, ভাবি তাই বসে বসে
কবে যে দেখেছি স্বপ্ন 'গৃহ পরিজন।'
সে স্বপ্নের স্মৃতি-ভারে শুধু হ'য়ে ওঠে মোর
কারার কদন্ন-গ্রাস দ্বিগুণ বিস্বাদ,
কি যেন সে ক্ষুধানলে ক্লান্ত দেহ ক্লান্ত আরো
অবসাদ ঘেরি' আরো আসে অবসাদ।

পউষের পরিচয়—আকাশ কুয়াসাময়
ঝরিছে গাছের পাতা শীতের বাতাসে,
প্রাঙ্গণে অশথ ওই শীর্ণ পত্র বক্ষে নিয়া
করে ওকি হাহাকার চাহিয়া আকাশে।
যেন মোর জোটে জুড়ি'— তাই তা'র পাশে ঘুরি
জ্বালাময় চোখ ভরি' হেরি জ্বালা তা'র ;
তা'র সনে মোর কথা কি যে সে ই বুঝিবে তা'
অশ্রু হীন রুদ্ধ ব্যথা অন্তরে যাহার।

মাঘের প্রবল শীতে সেই পাণ্ডু পত্রঘেরা
শীর্ণ তরুরাজি সেই কঠিন প্রাচীর,
কি প্রভাতে কি সন্ধ্যায়, সেই এক দৃশ্য হায়,
—অভিশপ্ত দৃষ্টি মোর ক্ষুধিত অধীর!

বিদ্যুৎ

হিমানী শীতল-বায় রুদ্ধ কি করিতে চায়
এই মম শোণিতের ধারা ক্ষীণতর ?
জানেনা সে তা'র চেয়ে অনেক নিঠুর দুঃখ
দিয়ে যে 'নিয়তি' মোরে করেছে অ-মর।

বিশুষ্ক প্রান্তরে যেন হেরি সবুজের আভা,
হেথাও আসিল নাকি নিলাজ ফাগুন,
হেথাও তরুর গায় ফুল সে ফোটাতে চায়
—বুকে মোর জ্বলে একি হাসির আগুন !
যথা কারা-বক্ষতলে জীবন্ত সমাধি লভি'
জীবন্ত মানব-প্রেত করে বিচরণ,
সেথায় হৃদয়হীন কিসের এ অভিনয়—
জুড়াবার ছল করি' জ্বালাতে নয়ন।

বর্ষ হ'য়ে আসে শেষ, কোথা বর্ষ কোথা মাস,—
আমার কিসের আর দিবস গণন,
দিনরাত একাকার, চৈতালী বাতাসে আর
শুনি শুধু মানবাত্মা করিছে ক্রন্দন।
শুনি সেই উপহাস সেই সে শৃঙ্খল পাশ
রক্ত মাংস ভেদি' করে ভীম-আলিঙ্গন,
সেই সে চৈত্রের শেষে শুনি পুনঃ ওই আসে
ভীমাকাল-বৈশাখীর ঝড়ের গর্জ্জন।

তবু সে তোমারে ডাকে

তবু সে তোমারে ডাকে ;—
গুরু পাপ-ভারে
আপনারে করেছে যে সবার ঘৃণিত,
সমাজ সংসার যা'রে করেছে বর্জ্জন,
ললাটে পরায়ে দিয়ে কলঙ্কের দাগ
চির তরে, বিচারক দিয়াছে পাঠায়ে
নরকের বিভীষিকা যথা ধরাতলে
মানুষ করেছে স্বষ্টি মানুষের তরে !
পুঞ্জীভূত তাপ হ'তে পুঞ্জীভূত তাপে
টানিয়া এনেছে তা'রে লোহার শৃঙ্খল।
তা'র কাছে রুদ্ধ আজ বিপুল জগৎ
তা'র কাছে রুদ্ধ আজ ইহ-পরলোক,
তবু সে তোমারে ডাকে।
দূর হ'তে তাই
হেরি লজ্জানত শিরে দুঃখে ও সম্ভ্রমে।
জানি না কি যে সে তা'র প্রাণের প্রার্থনা !
শুধু মনে হয় যেন তা'র পাপ সনে
আমারো রয়েছে ভাগ, আপনার পরে
যে আমি লভিতে হায় পারিনি বিজয়.

বিদ্যুৎ

যে আমি বুঝিতে নারি আপন মনের
গোপন কুটিল গতি। অবজ্ঞায় তারে
আঁধার গহনে পারি করিতে বর্জ্জন
চির তরে,—গর্ব্ব হেন কি আছে আমার!

আজি দূর হ'তে তা'রে দেখি তাই, আর
ভাবি মনে, কত কালে এ আঁধার পথ
অতিক্রমি' আসিবে সে আলোর জগতে,—
কিছু জানা নাই তা'র বুঝিনা কিছুই।
শুধু এইটুকু বুঝি যে আলোক-কণা
একদিন দিয়ে তা'রে পাঠালে জগতে
গহন আঁধার মাঝে তা'র মৃত্যু নাই!
কোন্ সে অসীম হ'তে প্রাণের মাঝারে
স্পর্শ তা'র লাগে আসি, তাই হেথা বসি'
অন্ধ কারা-অন্তরালে, আজি যুক্তকরে
তবু সে তোমারে ডাকে।
দূর হ'তে আমি
দাঁড়াইয়া দেখি তাই দুঃখে ও সম্ভ্রমে।

হেথাও আনন্দ আছে

হেথাও আনন্দ আছে,—
আছে তব অমৃত পরশ ;
হেথাও অন্তরে পশে তব প্রেম-সঞ্জীবনী ধারা
নিভায় সকল জ্বালা, মুছে দেয় সকল কালিমা,
বাঁচায় মুমূর্ষু প্রাণ। ভেবেছিনু আমি সর্ব্বহারা
অন্ধকার এ অতলে ;
আজি একি দেখিবারে পাই,
আমি গিয়াছিনু ভুলি, তুমি যে আমারে ভোল নাই !

অপরাজিত

বর্ষণ আর কোরোনা বন্ধু, অযাচিত উপদেশ,—
কৃপার পাত্র ভেবোনা আমি যে করুণা-ভিখারী নই,
অ-নমিত এই অন্তরে মম নাহিক ক্ষোভের লেশ,
হবে এ প্রাণের দরদী তুমি যে সে প্রাণ তোমাতে কই ?
জড়তারে ভাবি পরম শান্তি সত্য ও সনাতন,
বন্ধন মাঝে বেদনা-বিহীন দিবস কাটায় যা'রা,
অসাড় জীবনে নাহিক যা'দের চেতনার স্পন্দন,
তা'দের হাতের বিঘতের মাপে আমারে মাপিবে তা'রা ?
তোমার হিসাব নিকাশ বন্ধু, সে শুধু তোমারি থাক্,
লাভ লোক্‌সান কর খতিয়ান এক কোণে নিরালায়,
আমার এ প্রাণ পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মরে যাক্,
সে মরণ মম পরম কামনা জেনো এই তুনিয়ায়।
একদিন এই বাঁধন টুটিয়া মুক্তি লভিবে যা'রা,
অপরাজিত এ প্রাণের বন্ধু, মর্ম্ম বুঝিবে তা'রা।

উন্মাদ আমি ? আমি দিশাহারা ? শ্রেয়ঃ বলে মানি তাই,
অচল শিলা যে নহে এ আমার মুক্তি-পাগল প্রাণ,
বক্ষে আমার আঘাতের পর আঘাত সহিয়া যাই,
—বহু তুঃখে পায় ভাগীরথী-ধারা সাগরের সন্ধান !

বিদ্যুৎ

মর্ম্মে যা'দের জাগেনি বেদনা আপনার হীনতায়,
নিজ অধিকার জীবনে কখনো বোঝেনি খোঁজেনি যা'রা,
চির-দাসত্ব আঁক্‌ড়িয়া যা'রা কোনোমতে বেঁচে যায়,
জীবনের মম জয় পরাজয় বিচার করিবে তা'রা ?
শত নিপীড়ন সহি' যে চলেছি জয়ের অগ্রদূত,
পদাঙ্ক মম পথের নিশানা আঁধার গহন তলে,
আমার প্রাণের তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিবে বিদ্যুৎ,
মুক্তি-পিয়াসী অনাগত কোনো বিজয়-যাত্রী-দলে।
আমার বুকের রক্তে রাঙানো পথে এ আসিবে যা'রা,
অপরাজিত এ প্রাণের বন্ধু, মর্ম্ম বুঝিবে তা'রা ॥

অমর

মরেছে সে ? মিথ্যা কথা ! বল তা'র চেয়ে
প্রাণ-বলে বলীয়ান্ কে বেশী ধরায় ।
পরিপূর্ণ জীবনের বিপুলতা নিয়ে
মরণের সিন্ধুপারে দেখনা কি তা'য়
মৃত্যু-জয়ীরূপে সে যে আছে দাঁড়াইয়া ?
আজো তা'র স্পর্শ যেন প্রদীপ্ত বিদ্যুৎ
অধীর চঞ্চল করি' তোলে নাকি হিয়া,
দুর্ব্বলে সঞ্চারে বল ? আজিও অযুত
মুক্তি-কামী প্রাণে তা'র আছে না কি স্থান ?
সহস্র জীবনে আছে গাঁথা যে জীবন,
মৃত্যু কি করিতে পারে তা'র অবসান !
মরণ গ্রাসেনি তারে ; মরণে সে দেছে আলিঙ্গন
পরম আনন্দ ভরে । —নিয়ে নিজ বুকের ভিতর
বরমাল্য দিয়ে মৃত্যু তাই তা'রে করেছে অমর ।

উদ্‌ভ্রান্ত

তুচ্ছ আমি, ক্ষুদ্র আমি, বিষাদে কহিল মোর প্রাণ,
স্রোত-মুখে তৃণের সমান
কাল-স্রোতে দিশাহারা ঘুরিয়া বেড়াই,
আমারে বুঝিনা আমি, কোথা হ'তে আসি কোথা যাই,
কেন এ বিরাট বিশ্বে আমার সৃজন ?
কেন এই অনুভূতি, ক্ষুদ্র বুকে সুতীব্র চেতন,
সে চেতনা সৃষ্টি শুধু করে হায় বাসনা দুর্ব্বার,
পূরাইতে যে বাসনা বিন্দুমাত্র সাধ্য নাই তা'র।

সম্মুখে চাহিয়া দেখি, দিগন্তে মিশিছে বসুন্ধরা,
ঊর্দ্ধে তা'র অগণিত জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ-তারা-ভরা
আদিহীন অন্তহীন সুনীল আকাশ।
সুগভীর দুঃখে মম বক্ষঃ ভেদি' ওঠে দীর্ঘশ্বাস,
আকুল হইয়া বলি 'কোথা হায়, কোথা মোর স্থান
তোমার বিরাট বিশ্বে আমারে বুঝাও ভগবান !'

এ বিশ্ব এমনি ছিল আমি হেথা আসি নাই যবে,
আমি যবে চলে যাব এ বিশ্ব এমনি হেথা রবে,
তবু কেন এরি তরে এত আকর্ষণ !

বিদ্যুৎ

প্রতি পদে বাধা মোর, প্রতি পদে স্খলিছে চরণ,
তবুও সে পথে চলি জানিনাক যেই পথ হায়,
কোন্‌খানে নিতেছে আমায় !
আমি যেন বাঁধি ঘর বালি দিয়ে সমুদ্র-বেলায়,
নিমেষেই দেখি তাই সব মোর ভেঙ্গে চূরে যায়
তরঙ্গের ঘায় ।

সাথে মম পথ যা'রা চলে
'আমি তব নিতান্তই আপনার' বলে,
তা'রি মাঝে কেহ কভু দেয় পরিচয়,
নিমেষের ভ্রান্তি সে যে নিমেষেই হ'য়ে যায় লয়,
জানি আমি বেশ জানি কেউ মোর আপনার নয়
আমিই যে নহিক আমার ;
আমি যেন অভিনয় করি এই বক্ষে বসুধার
অদৃষ্টের করে ক্ষুদ্র পুত্তলিকা সম ।
জানিনাক তবু কেন বক্ষঃ মাঝে মম
এই তীব্র অনুভূতি সুখে দুঃখে আশা নিরাশায়,
এত স্নেহে এত মমতায়
কেন হায় হৃদি মম পরিপূর্ণ তবে,
মৃত্যু যদি চিরজয়ী ভবে !

হায় ভগবান!
আমি কি তোমার হাতে শুধু তুচ্ছ ক্রীড়া উপাদান,
তা'র বেশী কিছু নহি আর?
তবে কেন জীবনে আমার
মাঝে মাঝে পড়ে শুভ্র রেখা আলোকের,
সেও শুধু ভ্রান্তি কি এ মুগ্ধ নয়নের?

এ বিশ্বের রহস্য অপার,
জানিনা বুঝিনা কিছু, শক্তি মোর নাই বুঝিবার,
আদি মোর জানিনাক, অন্ত মোর জানিবার নয়,
শুধু জানি ক্ষুধিত এ অধীর হৃদয়
পাইবার নহে যাহা ব্যগ্র হ'য়ে ফিরে তা'রি তরে,
অক্ষম দুর্ব্বল সে যে বারবার ব্যর্থ হ'য়ে মরে,—
তবুও সে নহে বুঝিবার
শক্তি অতি ক্ষুদ্র, তবু অনুভূতি কি বিরাট তা'র—
কাতরে কহিল মোর প্রাণ,
'জ্বালাময় চেতনা এ লুপ্ত করে দাও ভগবান,
যাতনার হউক নির্ব্বাণ।'

ছিন্ন-তন্ত্রী-বীণা

দেবতা আমার,—
হৃদয় বীণায় মম কি তান তুলিবে আর !
আনন্দের উৎস মম
আজি শুষ্ক মরু সম
হুহু রবে তাই বায়ু করে আজি হাহাকার,
হৃদয়-বীণায় মম কি তান তুলিবে আর !

নাই সে ঊষার আলো যে আলো পরশে ধরা,
হাসি মাখা দুনয়ানে
চাহিত আমার পানে
সুনীল আকাশ ছিল অসীম পুলক ভরা,
নাই সে ঊষার আলো, এ প্রাণ পাগল করা।

ওই রবি যায় অস্ত পশ্চিম গগন কোণে
রক্ত-ধারা ছোটে একি
আমি বসে চেয়ে দেখি,
বক্ষের শোণিত মম মিশিছে তাহারি সনে,
ওই রবি যায় অস্ত পশ্চিম গগন কোণে।

বিদ্যুৎ

ঘনাইয়া আসে সন্ধ্যা জীবন নদীর তীরে,
নীরব—নীরব সব
জীবনের কলরব,
আলো-হারা আঁখি মোর মুদিয়া আসিছে ধীরে,
ঘনাইয়া আসে সন্ধ্যা জীবন নদীর তীরে।

এ হৃদয় বীণা মম এবে ভগ্ন ছিন্ন-তার,
তোমার পরশ পেলে
বাজে যদি লহ তুলে
তোমার চরণে তা'রে সঁপিলাম আরবার,
এ মম হৃদয় বীণা এবে ভগ্ন ছিন্ন-তার !

গোপন ব্যথায়

আমার অধর হাসে, হাসেনা হৃদয়,
আমার চরণ চলে, চলেনাকো মন,
আমি যেন ছদ্মবেশে করি অভিনয়,
এমনি কাটাতে হবে সারাটি জীবন !
আমার নয়ন শুষ্ক, অশ্রুরাশি তাই
জমাট বাঁধিয়া গেছে পাষাণের মত,
সেই গুরুভার বোঝা বহিয়া সদাই,
নিষ্পেষিত বক্ষ মোর হয় যে সতত !
প্রতি বাক্যে প্রতি কাজে দিবানিশি হায়,
মর্ম্মের নিভৃতে মম ওঠে হাহাকার
কত ছলে স্তব্ধ আমি করে রাখি তা'য়
জানে তা' কেবল এই অন্তর আমার।
কিন্তু সেই রুদ্ধব্যথা, তুষানল সম,
তিলে তিলে দগ্ধ করে এ হৃদয় মম ॥

শেষ চিহ্ন

ফুল ঝরে’ পড়ে গেছে, আশে পাশে তবু
এখনো রয়েছে মৃদু পরিমল তা’র,
তটিনীর জলোচ্ছ্বাস বহু দূরে এবে,
ঊর্ম্মি রেখা আঁকা ওই বক্ষে বালুকার।
অস্তমিত রবি, তবু পশ্চিম আকাশে
এখনো হয়নি লুপ্ত আভা আলোকের,
অনল নিবিয়া গেছে, উত্তাপ তাহার
এখনো লুকানো আছে অন্তরে ভস্মের।
বিহগ উড়িয়া গেছে দূর বনান্তরে,
পড়ে আছে শূন্য নীড় তরুর শাখায়,
পথিক চলিয়া গেছে, পথ-মাঝে এবে
পড়ে আছে চিহ্ন তা’র পদাঙ্ক রেখায়।
ফুরায়েছে চিরতরে জীবনের সুখ,
স্মৃতির আবেশে হায় ভরে আছে বুক!

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি

সকল সুখের বাসনা নাশিতে তুমি
পরায়েছ মোরে দুঃখের রক্ত-টিকা,
প্রাণের সকল কামনা আহুতি দিতে
জ্বালিলে হোমের মহান্ অগ্নি-শিখা।

জানি তুমি এই জীবনের পথ মম
করনি কোমল সবুজ শষ্পে ঢাকি,
দুর্গম পথের যাত্রী করেছ মোরে
সে মোর গর্ব্ব কেমনে লুকায়ে রাখি!

আমারে ভাবনি' দুর্ব্বল নিরুপায়,
আমারে বলনি—'আহা এ সুখেতে থাক্'
রাখনি আরামে কুসুম-শয়ন 'পরে
ঝঞ্ঝার মাঝে আমারে দিয়েছ ডাক।

কণ্টকময় বন্ধুর পথ মম,
কঠিন শিলায় ব্যথা বাজে পায় পায়,
ভরি' ওঠে বুক,—ভাবি যবে পথ এই
লবে মোরে তব দেউল-আঙ্গিনায়।

কোনও বান্ধবীর প্রতি

আজি এ পদ্মার কূলে বিনম্র সন্ধ্যায়
অস্তগামী রবি-করে অয়ি শুচিস্মিতা,
তোমারে হেরিনু একি বিশ্বপতি পায়,
যুক্ত-করে সন্ধ্যা-সম তুমিও নমিতা।
পদ্মার তরঙ্গ-ঘাতে ভাঙ্গি পরে কূল
যতনে রচিত গৃহ স্রোতে ভেসে যায়,
স্তব্ধ করি' জীবনের উচ্চ-কল-রোল,
শেষ রবি-কর-রেখা আকাশে মিলায়।
জীবন ও মরণের সীমান্ত রেখায়
শুভ্র-কায়া, শুভ্র হিয়া, সুশুভ্র বসন
তোমারে নেহারি ভাবি উদাস হিয়ায়,
কে জানে জীবন সত্য, অথবা মরণ!
সর্ব্ব-নাশা কাল-স্রোত কি সে করে নাশ?
সে শুধু ঘুচায়ে দেয় জড়ের বন্ধন,
তোমার অন্তর লোকে যে করিছে বাস,
মরণেও লভেছে সে অনন্ত জীবন!

মৃত্যুজয়ী প্রেম নিয়ে আজি এ সন্ধ্যায়
নমিতা তাপসী অয়ি, প্রণমি তোমায়।

বৈধব্য

কণ্ঠহার ছিন্ন করি' খুলে ফেলি' হাতের কিঙ্কিণী,
হে বৈধব্য, তব পূজারিণী,
তোমার মন্দিরদ্বারে পরি' শুভ্রবাস
প্রথম আসিল যবে, জীবনের সর্ব্ব সুখ-আশ,
সমর্পিয়া ভস্মস্তূপে, চির-সর্ব্ব-নাশ,
নত-শিরে বহি' নিয়া, নিয়া সাথে আর,
বন্যার প্লাবন সম উচ্ছ্বলিত অশ্রু অর্ঘ্য-ভার,
সেইদিন কত বেদনায়,
অতনু ফিরিল কাঁদি' তরুণ সে তনুর সীমায়
নিয়ে তা'র পুষ্পের সম্ভার,
রূপ রস গীতি গন্ধ-ভার,
সে কথা তুমিই জান, আর জানে হায়,
তোমার পূজায়,
তিলে তিলে পলে পলে আহুতি দিল যে আপনায়,
কত না কঠোর তপস্যায়।
বজ্র সম তুমি সুকঠিন,
কেমনে গড়িলে তা'রে অনলে দহিয়া নিশিদিন,
সে কথা তুমিই জান, আর জানে সে-ই, আপনারে
একান্তে যে তোমার দুয়ারে
নিঃশেষ করিল একেবারে।

তুমি যে জান না ক্ষমা, সহ না যে কোনো দুর্ব্বলতা,
জানা তা'র ছিল যে সে কথা,
অবিচল নিষ্ঠা ভরে তাই সে যে করি প্রাণপণ,
করেছে জীবন ভরি' তোমার পূজার আয়োজন।
জন সমারোহ হ'তে আনি তা'রে একান্ত বিরলে
পলে পলে
তা'রে যে গড়িলে তুমি আপনার মনোমত করি',
তাই আজ হেরি,
সকল কামনা মুক্ত দীপ্ত প্রেম নির্ম্মল সুন্দর,
আজি তা'রে করেছে ভাস্বর।
তাই ঘরে ঘরে
সকলের তরে
শান্ত মৌন আত্মদানে ক্লান্তি হীন নিঃস্বার্থ সেবায়,
জীবনের সার্থকতা লভিল সে পূর্ণ মহিমায়।
সংসারের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মাঝে,
আজি যে বিরাজে,
সর্ব্ব-রিক্তা তপস্বিনী নারী,
হে বৈধব্য, সে দান তোমারি॥

বৈরাগ্য

কেমনে না জানি সে যে লভিল তোমার দরশন,
হে দুর্ল্লভ, হে বৈরাগ্য, ধ্যান স্তব্ধ তোমার মূরতি,
মহান্ হিমাদ্রি সম প্রশান্ত অটল নির্ব্বিকার,
অন্তর মাঝারে তা'র আনি দিল একান্ত বিরতি,
সর্ব্ব আকর্ষণ হ'তে মায়াময়ী এই ধরিত্রীর ;
তোমার গৈরিক পরি' তেয়াগিল সে তব সাধক
জীর্ণ চীর-বাস সম এ বিশ্বের বিপুল বৈভব।
না জানি আননে তব কি হেরিল তব উপাসক
অমনি মিটিল তা'র সর্ব্ব-তৃষা, সকল কামনা,
ছিন্ন হ'ল চিরতরে মমতার সকল বন্ধন,
পথের ধূলার পরে গৃহ ছাড়ি' দাঁড়াল সে আসি',
তব অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে সে মিলাল নয়ন।
সর্ব্বনাশা শুভদৃষ্টি আঁখি হ'তে চিরতরে তা'র
ভূলোক দ্যুলোক কোন্ মহা-শূন্যে দিল মিলাইয়া ;
শত-রূপে, শত-বর্ণে, শত-ছন্দে আসে আবাহন,
বাসনা-ব্যাকুল বিশ্বে ওঠে ঢেউ তাহারে ঘিরিয়া,
চির-শান্ত সৌম্য-মূর্ত্তি আপনাতে আপনি মগন
সে রহে অটল,—তা'রে হে বৈরাগ্য, নিয়ে এলে টানি'
সর্ব্বদ্বন্দ্ব, সর্ব্ব-বন্ধ, সুখ দুঃখ আশা নিরাশার
অতীত সে কোন্ লোকে ! চাহে না সে, তবু ধন্য মানি,'
নত শিরে বসুন্ধরা নিয়ে শত পূজা উপচার
তাহারি চরণ প্রান্তে বারবার করে নমস্কার।

জয় চির ক্ষুধিত আত্মার

আজি এই অন্তরের অন্তরে আমার,
বারবার
কে যেন গাহিছে, 'জয়,—জয় চির ক্ষুধিত আত্মার।'
আজি আমি তা'রি নামে মুক্ত নীলাকাশে,
বিজয়-পতাকা খানি উড়াইনু অসীম বিশ্বাসে।
'জয় চির ক্ষুধিত আত্মার,'
বারবার
গাহি গান তা'রি সনে এ আমার কণ্ঠ মিলাইয়া,
পরিপূর্ণ হিয়া।
গাহি গান, নাহি কিছু ভয়,
এ বিপুল ক্ষুধা মম পরম অমৃতে হ'বে লয়,
জানি নিঃসংশয়।'
জয় মম ক্ষুধিত আত্মার,
চির-জয় তা'র।
এ ক্ষুধা রয়েছে প্রাণে তাই আমি চির তৃপ্তি হীন
তীব্র এই ব্যাকুলতা অন্তরে বহিয়া নিশিদিন,
নানা পথে ঘুরে ফিরি দিশাহারা পাগলের মত,
অবিরত,
আঁকড়িয়া বুকে ধরি তাই,
বিচিত্রা ধরার পরে ক্ষণতরে যাহা কিছু পাই

বিদ্যুৎ

জানি যে নিমেষে টুটে নিমেষের স্বপ্ন বিমোহন,
আবার ফুকারি' ওঠে অন্তরের অনন্ত ক্রন্দন ;
তবু মোর অভিযোগ নাহি কিছু ধরণীর' পর,
আমারি আঁখির মোহে আমি তা'রে দেখেছি সুন্দর,
তা'র কিছু নাহি দোষ ;

— বন্ধুসম সেতো বারবার,
'আমাতে নাহিক তৃপ্তি তোমার এ বিপুল ক্ষুধার',
একথা বোঝাতে মোরে চায় ;
তাই কভু নির্ম্মমের প্রায়,
আমারে আঘাত করে,—কভু বা সে মৌন স্তব্ধ রাতে,
অর্দ্ধ-মত্ত পবনের সাথে,
সকল বাঁধন নাশা বারতা পাঠায় মোরে আর ;
প্রাণে যে জাগায় হাহাকার।
বাহিরিয়া ছুটে আসি তারাভরা আকাশের নীচে,
'কে ডাকিছে ওগো কে ডাকিছে ?'
তন্দ্রাহত আঁখি মেলি উর্দ্ধ পানে চেয়ে থাকি আর,
এ কথা সুধাই বারবার।
সুধাই 'এ কা'র আবাহন
আমারে করিছে উচাটন ?'

যেন হায় তাহারি উদ্দেশে
কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরিয়া ফিরেছি,—মোহাবেশে
কত না পঙ্কিল পথে দিশাহারা করেছি ভ্রমণ ;
করেছি গাহন
কামনার অন্ধকূপে অন্ধসম।—সেও তা'রি লাগি'
সেও তা'রি স্পর্শ-সুধা মাগি'।

আজি আর নাহি দুঃখ, নাহি মোর নাহি কোন গ্লানি,
প্রাণে কা'র পশিয়াছে বাণী,
এ ক্ষুধা যাহার লাগি' যেন তা'র লভেছি সন্ধান,
মুক্ত-কণ্ঠে নিঃসংশয় তাই আজ গাহি আমি গান,
গাহি বারবার,—
"জয় মম ক্ষুধিত আত্মার।"

শিবম্

এ কা'র ডমরুধ্বনি শোনা যায় ?
শোনা যায় ওই,—
রুদ্র-রাগে চির-মৃত্যু-জয়ী
প্রাণের আহ্বান,
অন্তহীন জীবনের গান,
আকাশে বাতাসে,
তালে তালে তা'রি অনিবার,
আজিকে আমার
বক্ষের শোণিত দ্রুত বহে একি উন্মাদ উল্লাসে !

এতকাল—এতকাল পরে,
পুঞ্জীভূত গ্লানি-ভারে মৃত প্রায় ধরণীর তরে,
অগ্নি-শিখা সম প্রেম পশিল কি তোমার অন্তরে,
হে রুদ্র,—হে মহান্ বিপ্লবি,
জ্বালাময় স্পর্শ তা'র লভি'
ধ্যান কি ভাঙ্গিল তব ? ওগো মৃত্যুঞ্জয়,
তাই এলে তোমার প্রলয়-
প্রবাহে ভাসাতে বিশ্ব,—সকল অশিব নাশিবারে ?

এস তবে,—এস তবে ;
এস তুমি আজি একেবারে,
ধ্বংস কর, চূর্ণ কর ধরণীর শুভ্র-দীপ্ত প্রাণ,
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে যাহা করেছে এমন মৃত্যু-ম্লান,
বিকৃতি দিয়াছে আনি সুবিমল সৌন্দর্য্যে তাহার

গভীর ডমরুচ্ছন্দে হে ভৈরব, শোনাও তোমার
প্রদীপ্ত অভয় বাণী,—'নাই ওরে নাই কিছু ভয়,
আমি আছি, আমি আছি, মৃত্যুরে করিতে পরাজয়,
যুগান্ত-সঞ্চিত সর্ব্ব-কলুষ কালিমা বসুধার
নিঃশেষে করিয়া লুপ্ত শুদ্ধ মুক্ত করিতে আবার।'

এস তুমি,— এস তুমি ;
আজি মম হৃদয়ের তারে
তোমারি বিজয়-গীতি ধ্বনিয়া উঠিছে বারেবারে
এস তুমি নীল-কণ্ঠ, পান কর সর্ব্ব হলাহল,
এস সর্ব্ব-গ্লানিহর, দূর কর সর্ব্ব-অমঙ্গল,
এস তুমি চির-শুভ্র, নব-দীপ্তি আন এ ধরায়,

বিদ্যুৎ

এস তুমি মৃত্যুঞ্জয়, বাঁচাও, বাঁচাও বসুধায় !
বক্ষে তা'র আজি পুনরায়,
নবীন সৃষ্টির বেদনায়,
আকুল শোণিত ধারা বয়ে যাক্ পুলক স্পন্দনে,
হে শিব, তোমার পরশনে ॥



সূচী পত্র



নিবেদন

এই কাব্যগ্রন্থের লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন নহেন। ইনি বহু দুঃখ ও বিঘ্নসঙ্কুল জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া এপর্য্যন্ত সাহিত্য-সেবায় যতটুকু আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দিতে চাহি না। শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, এই কাব্য-গ্রন্থখানাকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি ; এখন ইহা সমাদৃত হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই কাব্য-গ্রন্থের "প্রকৃতির প্রতীক্ষা" নামে কবিতাটি লেখিকার কোনও অপ্রচলিত নামে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আরও কয়েকটি কবিতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি কবিতা লেখিকা 'আইন-অমান্য আন্দোলন' সম্পর্কে বহরমপুর জেলে থাকা কালীন লিখিত। তন্মধ্যে "বন্দিনী মম সঙ্গিনী দল" আইন-অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিতা বন্দিনীদের সম্বন্ধে এবং "তবু সে তোমারে ডাকে" কবিতাটি হত্যাপরাধে দণ্ডিতা কোনও সাধারণ স্ত্রী-কয়েদী সম্বন্ধে লিখিত। "এ কা'রা চলেছে পথ" কবিতাটি মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডী অভিযান ও "আবার" কবিতাটি তাঁহার অনশন উপলক্ষে রচিত।

বিশেষ মানসিক অশান্তি-বশতঃ লেখিকা এই বইখানা ছাপাকালীন ইহার প্রতি বেশী মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তাই কবিতা নির্ব্বাচন ও সন্নিবেশ এবং অন্যান্য বিষয়ে হয়তো অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল। আমাদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ-দোষ দু'এক জায়গায় দেখা যাইতে পারে, আমরা সেজন্যও আমাদের ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

—প্রকাশক।